দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 02 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... 4 ... 1 ...

CC
012

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ১৬ই কার্তিক, ১৩৯৫

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন

শ্রেণী পরীক্ষা (ক্লাশটেস্ট) বহাল রাখা না রাখার প্রশ্নে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের একমাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়টি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হওয়া ছাড়াও একটি হলের তিনজন ছাত্র তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ—উভয়পক্ষের অনমনীয়তা লেখাপড়াকে শিকেয় তুলেছে এবং শিক্ষা জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের দরুন দু'টি ব্যাচকে একত্রে ভর্তি করতে হয়েছে। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ায় সমস্যা আরো বাড়বে।

ভাবতে অবাক লাগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শ্রেণী পরীক্ষার ব্যাপারে এত অনমনীয়, অথচ গত তিন বছরেও তারা একে একটা সুষ্ঠু এবং কার্যকর নিয়মের মধ্যে আনতে পারেননি।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, সুষ্ঠু নিয়ম-নীতির অভাবে ক্লাশ টেস্ট পদ্ধতি বাঞ্ছিত সুফল দিতে পারেনি, বরং নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ছাত্রদের অভিযোগ, শ্রেণী পরীক্ষায় অংশ নিতে গিয়ে ছাত্রদের অন্য ক্লাস কামাই যায়, বিস্তর নির্দিষ্ট সংখ্যক পার্সেন্টেজ (উপস্থিতির হার) না থাকায় বহু ছাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত হয়। ছাত্ররা এভাবে বছর নষ্ট করতে চায় না।

তবে শ্রেণী পরীক্ষা বাতিলের দাবীতে ক্লাস বর্জন করা ঠিক হয়নি। তার ওপর শিক্ষকদের সাথে অসদাচরণ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে। শক্তির জোর নয়, যুক্তির জোরের ওপরই তাদের নির্ভর করা উচিত ছিল। শক্তি দিয়ে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

ছাত্রদের ক্লাস বর্জনের অজুহাতে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে ঠিক কাজ করেননি। তদুপরি হল ছাড়ার চরমপত্র বাস্তবায়নে কড়াকড়ি পুলিশী বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছায়। যার জন্য হলে অবস্থানরত ছাত্ররা তিন তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে এখন হাসপাতালে শয্যাশায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়ে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করলে বিষয়টা এতদূর গড়াতো না।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকুক, ছাত্রদের লেখাপড়া শিকেয় উঠুক, সেশন জট বাড়ুক, শিক্ষাজীবন প্রলম্বিত হোক তা ছাত্র, শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কারো কাম্য হতে পারে না। সেজন্য এখন কর্তব্য হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসতে পারেন। শিক্ষকগণও এতে সহায়তা করতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারেও একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ জন্য উভয়পক্ষকে নমনীয় হতে হবে এবং শিক্ষার স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।